ইত্তেফাক

তারিখ ... 29/1/83 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... 5 ...

037

শিক্ষানীতি

১৪ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রশ্নমালার উত্তর দিতে হইবে

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রশ্নমালা বিতরণ শুরু হইয়াছে। মোট ৬২টি প্রশ্ন সন্নিবেশিত এই প্রশ্নমালার উত্তর আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (বেনবেইস), ১নং এশিয়ান হাইওয়ে, নীলক্ষেত, ঢাকা-এই ঠিকানায় পৌঁছাইতে হইবে।

শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও প্রস্তাবিত নূতন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া প্রশ্ন-

(৮ম পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষানীতি

(১ম পৃঃ পর)

মালার সঙ্গে একটি দীর্ঘ ভূমিকা প্রদান করা হইয়াছে। ভূমিকায় উল্লেখ করা হয় যে, গত ৩৫ বৎসরে দেশে জনসংখ্যা চার কোটি হইতে সোয়া নয় কোটিতে বৃদ্ধি পাইলেও জনশিক্ষার হার মাত্র ২০ হইতে ২২ জনে উন্নীত হইয়াছে। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা নানা রকম অবক্ষয় এবং দুর্নীতিতে ছাইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসে সরকার বদ্ধপরিকর। ভূমিকায় বর্তমান শিক্ষানীতির বিভিন্ন স্তরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৬২টি প্রশ্নের প্রতিটির জন্য হাঁ, না এবং ভিন্নমত—এই তিন রকমের উত্তর দেওয়া যাইবে।

প্রাথমিক স্তর, প্রস্তুতি পর্ব, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ—এই তিন স্তরে প্রশ্নমালা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রশ্নমালায় ছাত্র অসন্তোষের কারণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা স্বনির্ভর করা উচিত কি না, প্রাথমিক স্তরে শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের লক্ষ্যে শিশুর নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কিত ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞানলাভের অধিকার আছে কিনা, এসব প্রশ্ন স্থান পাইয়াছে।